OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 118
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 943 - 952
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 943 - 952
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

শঙ্কর ও বিবেকানন্দের মতে মায়া : একটি তুলনামূলক আলোচনা

দিব্যা চৌধুরী
গবেষিকা, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ
Email ID: divyachowdhury2015@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Maya, Illusion, Vedānta, Practical Vedānta, Avidya, Suffering Wisdom, Emancipation.

Abstract

The scope of Vedanta philosophy is vast. This philosophy, which has a vast scope, is monistic everywhere, the Supreme Being everywhere, one non-dualism. In the Vedanta philosophy, the subject of Mayavada or Avidya plays an important role in the explanation of the interdependence of the soul, the world, and Brahman in Shankara's philosophy. Among the Vedanta traditions, Shankara's Advaita Vedanta is the most famous. Its influence in Indian culture is the greatest. However, there has been no less confusion about Shankara's Advaita Vedanta. Many people think that Advaita Vedanta is a philosophy that is opposed to life. Because according to this philosophy, the world is Maya or illusory and here, ethics are revealed after the beginning of the inquiry into Brahman. Many people have thought that Advaita Vedanta is basically a sannyasi's departure. The all-renouncing sannyasis have composed various Advaita commentaries while sitting in the ashram. Because of all these confusions, Vivekananda, despite being a sannyasi himself, gave a new introduction to Shankara's Vedanta. Vivekananda devoted himself to the work of perfecting society through the new introduction of Vedanta in his life. Every thought of his was nourished by the essence of Advaita and every action of his life was devoted to the welfare of humanity and especially the welfare of his countrymen. His 'words and writings' and deeds prove that Advaita philosophy is neither false nor life-changing. A healthy, strong, wise person can spend every moment of his life adopting the philosophy of Vedanta in every thought and action. That is why he calls Advaita Vedanta practical or practical Vedanta in his explanation.

It is no exaggeration to call Acharya Shankara a bright star in the sky of Indian Vedanta philosophy. An attempt has been made to describe in this chapter a comparative analysis of the explanations of these two Advaita Vedantas on Maya (Avidya). Although these two Advaitas accept the existence of Advaitatva in Vedanta philosophy, the destination of these two Mahatmas is the same but the path is different. In the last chapter of the project, a

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 118
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 943 - 952
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

comparative discussion of the views of these two Mahatmas on Maya has been made.

Discussion

ভূমিকা : ভারতীয় দর্শনে 'দর্শন' শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ করাকে বোঝানো হলেও দর্শন কিন্তু প্রকৃত অর্থে সত্য দর্শন। ভারতীয় দর্শন হল সেই শাস্ত্র যার দ্বারা সদা পরিবর্তনশীল প্রতীয়মান জীব ও জগত প্রপঞ্চের চিরন্তন সত্য সমূহকে নিরন্তর সুনির্দিষ্ট সাধন প্রনালীর দ্বারা অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়। ভারতীয় দর্শন বেদ নির্ভর। আর্য সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হল বেদ ও উপনিষদ। ভারতীয় দর্শনে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত – এই ছয়টি দর্শন হল আস্তিক দর্শন। এই আস্তিক দর্শনগুলি বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী। এই ষড় আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে বেদান্ত দর্শন উপনিষদকে ভিত্তি করে উপনিষদের অর্থ ও সিদ্ধান্তকে সর্বতভাবে তাদের দর্শনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠাকালে গ্রহণ করেছে। বেদের যে অংশে জীব ব্রহ্মের ঐক্যরূপের সেই মহান তাৎপর্য নিহিত আছে বেদান্ত দর্শনে সেটি প্রকাশ পায়। বেদান্তের মূল উপনিষদের গভীরে প্রোথিত। উপনিষদের জ্ঞানের দ্বারা শ্রেয় লাভের কথাই মুখ্য। বেদের চরম ও পরম সিদ্ধান্ত উপনিষদেই নিবদ্ধ। উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যার সমার্থক। উপনিষদগুলি মুখ্যত বেদান্ত হলেও 'ব্রহ্মসূত্র' ও তার সহায়ক 'শারীরক সূত্র' প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থ বেদান্ত পদবাচ্য। সেকারণে বলা হয়—

"বেদান্ত নাম উপনিষৎ প্রমাণং তদুপকারীণি শারীরক সূত্রাদীনি চ।"

মহর্ষি বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র' বেদান্ত দর্শনের মূল স্তম্ভ। ব্রহ্মসূত্রের যে সকল ভাষ্যকারেরা ভাষ্য রচনা করেছেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন আচার্য শংকর। সুদূর দক্ষিণ ভারতের কেরল রাজ্যের কালাডি গ্রামে নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্করের পরম গুরু ছিলেন গৌড়পাদ একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক। শঙ্করের গুরু হলেন গোবিন্দপাদ। শঙ্করের পূর্বে অদ্বৈতবাদী দার্শনিক থেকে থাকলেও বেদান্তের অদ্বৈতবাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করেন আচার্য শঙ্কর। বেদান্ত দর্শনের উপর তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কেবলাদ্বৈতবাদের প্রবক্তা আচার্য শংকর ও তাঁর প্রণীত বিখ্যাত ভাষ্য 'শারীরক-ভাষ্য'। যে ভাষ্যের দ্বারা জীব দেহে আবির্ভূত আত্মচৈতন্যের স্বরূপ নিরূপণ করা হয় সেই ভাষ্যের নাম শারীরক ভাষ্য। শঙ্করাচার্য জ্ঞানবাদী। তাঁর প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদে মায়া বা অবিদ্যার প্রসঙ্গ যে মতবাদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে বিষয়ে তিনি কেবলাদ্বৈতবাদী, কারণ তাঁর মতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য পরিদৃশ্যমান এ জগৎ মিথ্যা। আর জীব ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়। জগৎকে মিথ্যা বলায় তাঁর তত্ত্ব মায়াবাদ নামে পরিচিত। অপরদিকে, বেদান্ত দর্শনের এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব সমকালীন তথা সমসাময়িক দার্শনিকদের মধ্যে যে বেদান্ত চর্চার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। তিনি কলিকাতার বিখ্যাত শিমুলিয়ার দত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে। স্বামীজি সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে আসার পর তাঁর জীবনে এক অভূতপূর্ণ পরিবর্তন আসে। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে ও রামকৃষ্ণের ভাব আন্দোলন প্রচারে যুক্ত হন। বেদান্ত দর্শনের আধুনিক ভাষ্যকারদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। একদিকে তিনি বেদান্তের মাধ্যমে সনাতন ধর্মের দর্শনের প্রকাশ করেছেন। বস্তুত তাঁর মতে সনাতন হিন্দুধর্ম হল বেদান্ত স্বীকৃত দার্শনিক পরম্পরা। স্বামীজীর দৃষ্টিতে মায়া কী? স্বামী বিবেকানন্দের মতে মায়া Statement of fact (ঘটনা) স্রষ্টার এক বিশেষ শক্তি (power of the creater)। মায়া এই জগতের মধ্যে ঘটে চলা একটি ঘটনা বিশেষ। মায়া বিষয়ে শংকর ও বিবেকানন্দের মতের তুলনামূলক আলোচনা এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

আচার্য শঙ্করের দৃষ্টিতে মায়া : অদ্বৈতবাদী শঙ্কর মায়াকে অবিদ্যা বলেছেন তাঁর প্রবর্তিত দর্শনে এই মায়াবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু তিনি কেবলাদ্বৈতবাদী তাঁর মতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। পরিদৃশ্যমান এই জগত মিথ্যা। জীব সকল ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়। শঙ্করের দর্শনে এই মিথ্যা তত্ত্ব মায়াবাদ নামে পরিচিত। সন্ন্যাসী গোষ্ঠীর শিরোমণি আচার্য শঙ্কর কেবল ব্রহ্মসূত্রের মধ্য দিয়েই নয়, তাঁর দর্শনের মূল ধারনা গীতা, বেদ, ও উপনিষদ দ্বারা প্রভাবিত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 118
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 943 - 952
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রের মূল কথা উপনিষদের দর্শন। উপনিষদগুলির মধ্যে যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য রয়েছে সেই ঐক্যকে আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে তুলে ধরেছেন এবং তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা শঙ্করের অদ্বৈতবাদ নামে বিখ্যাত। শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মূল কথা তিনি একটি শ্লোকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। শ্লোকটি হল—

"শ্লোকার্বেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ।।"

অদ্বৈতবাদের মূল প্রসঙ্গ তিনটি ব্রহ্ম, জগৎ ও জীব। ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। জগৎ মিথ্যা বা মায়া, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জগৎকে মিথ্যা বা মায়া উল্লেখ করায় মায়া তত্ত্ব অদ্বৈতবাদের একটি মূল ধারনা। তাছাড়া মোক্ষশাস্ত্র ও অদ্বৈতবেদান্তে পাঁচটি তত্ত্ব নিয়ে অলোচনা করা হয়েছে। যথাঃ- ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, অবিদ্যা বা মায়াতত্ত্ব, মোক্ষতত্ত্ব।

মায়াবাদ কেবলাদ্বৈতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। মায়াবাদ প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্করের মতে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। ব্রহ্মকে শঙ্কর নির্বিশেষ অর্থাৎ সকল বিশেষ বা ভেদ রহিত বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তিন প্রকার ভেদের কথা স্বীকার করেছেন যথা - সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত। এক বস্তুর সঙ্গে অপর একটি সমানজাতীয় বস্তুর ভেদকে বলে স্বজাতীয় ভেদ যথা - একটি গাছের সাথে অপর একটি গাছের। এক বস্তুর সঙ্গে ভিন্ন জাতীয় বস্তুর ভেদকে বিজাতীয় ভেদ। যথা - একটি গাছের সঙ্গে একটি মানুষের ভেদ। স্বগত ভেদ বলতে বোঝায় অংশ-অংশীর ভেদ। সমগ্রের সঙ্গে অংশের ভেদ। যেমন একটি গাছের সঙ্গে তার মূল, কান্ড, শাখা প্রশাখা, পত্র বা পুষ্পের যে ভেদ। ব্রহ্ম সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত সর্বপ্রকার ভেদরহিত। তিনি সর্বব্যাপী, অনাদি ও অনন্ত। ব্রহ্ম পরিপূর্ণ সত্তা হলেও তিনি সাংশ নন। তিনি নিরংশ। জাগতিক বস্তু সকল সাংশ বলে ব্রহ্মের একত্ব ও সমগ্রত্বের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। শঙ্করের মতে, ব্রহ্ম নির্গুন। প্রসঙ্গত ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, নির্গুন, নিস্ক্রিয়, নিরাবয়ব। ব্রহ্ম সৎ, ব্রহ্ম শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত। তিনি জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণাম, জড়া, ক্ষয়, মৃত্যুরহিত। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য ও জ্ঞানস্বরূপ, অজড়, স্বপ্রকাশ, ও আনন্দস্বরূপ। তিনি সকলপ্রকার দুঃখ - ক্লেশের অতীত। ব্রহ্ম আপ্তকাম।

শঙ্করের মতে জগৎ মায়ার সৃষ্টি। জগৎ ব্রহ্মের বির্বত। বির্বত বলতে বোঝায় কারণে মিথ্যা কার্যের প্রতীতিকে। যেমন, সর্প রজ্জুর বির্বত। দুধ সত্যই দইয়ে পরিণত হওয়ার কারণ দুধ এবং কার্য সমভাবে সত্যও বাস্তব। কিন্তু রজ্জু ও সর্প এক নয়। রজ্জু কখনই সর্প হয় না। ভ্রমস্থলে রজ্জু কিন্তু রজ্জুই থাকে, সর্প মিথ্যা প্রতীতি মাত্র। অনুরূপে ব্রহ্মও জগতে পরিণত হন না ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন। রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ জগতও ভ্রমমাত্র। এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য বলেছেন, রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানে সর্পের গুণাবলী আরোপিত হয়েই রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়। এক বস্তুর উপর এভাবে অন্য বস্তুর ভ্রমাত্মক আরোপকে অধ্যারোপ বা অধ্যাস বলে।

"...বস্তুনৎবস্তুরোপঃ অধ্যারোপঃ।"

এই অধ্যাসের কারণ কী? শঙ্কর বলেন এই অধ্যাসের কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান। অধ্যাসের অজ্ঞান বা অবিদ্যার লক্ষণে বলা হয়—

"অজ্ঞানং তু সদসড্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ম্ ত্রিগুণাত্মকম্ জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপম্ যদকিঞ্চিদিতি বদন্তি।"

এই লক্ষণ থেকে অজ্ঞানের কয়েকটি বৈশিষ্টের কথা জানা যায় যেমন—

১. অজ্ঞান সদসৎ বিলক্ষণ অনির্বচনীয় : অজ্ঞান সৎ ও নয় অসৎ ও নয়, সদসৎ বিলক্ষণ। অজ্ঞান সম্পর্কে অদ্বৈত বৈদান্তিকদের মতে যা কালে বাধিত হয় না। তবে বৃত্তিরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হলে অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। সুতরাং অজ্ঞানকে সৎ বা অসৎও বলা চলে না। কারণ অজ্ঞান আকাশ কুসুমাদির মত অসৎ নয়। আবার ব্রহ্মের ন্যায় সৎও নয়। একে সদসৎ বলাও অসঙ্গত। কারণ একই বস্তুতে সত্য ও অসৎ বিরুদ্ধ ধর্ম একই সাথে থাকতে পারে না। অথচ অজ্ঞানের অস্তিত্ব সকলকেই মানতে হয়। সেকারণে বিলক্ষণ অজ্ঞানকে অদ্বৈত বৈদান্তিকরা অনির্বাচ্য বলে থাকেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 118
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 943 - 952
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক : অজ্ঞানের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ থাকায় অজ্ঞানকে সাংখ্যের প্রকৃতির সাথে তুলনা করা হয়। গুণত্রয়ের সমাবেশের ফলে জীবের মধ্যে সুখ, দুঃখ ও মোহ উৎপন্ন হয়। সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যেমন সকল জাগতিক পদার্থের উপাদান কারণ, তেমনি অদ্বৈত বৈদান্তিকদের মতে অজ্ঞান বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদান। কারণ, আর ব্রহ্ম জগতের বির্বত উপাদান। অজ্ঞানের যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ আছে তা অনুমিত হয়। কারণ কারণের গুণ সর্বদাই কার্যে সংক্রমিত হয়।

৩. অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধী : অদ্বৈত বৈদান্তিকগণ অজ্ঞানকে জ্ঞাননাশ্য বলে থাকেন। অধিষ্ঠানের জ্ঞান উৎপন্ন হলে অধ্যাস বস্তু বিলীন হয়। যেমন - ঘটজ্ঞান উৎপন্ন হলে ঘটবিষয়ক অজ্ঞান দূরীভূত হয়। অজ্ঞানকে জ্ঞানবিরোধী বলে। অবশ্য এখানে জ্ঞান বলতে ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলা হয় নি। কারণ অজ্ঞান অনাদি এবং নিত্য ব্রহ্মজ্ঞানও অনাদি ও নিত্য। ব্রহ্মজ্ঞানের সাথে যদি অজ্ঞানের বিরোধিতা থাকে, তাহলে ব্রহ্ম ও অজ্ঞান অনাদিকাল থেকে সহাবস্থান করতে পারে না। তাহলে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের বিনাশও সম্ভব নয়, তাছাড়া বেদান্ত শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসন করলে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। ব্রহ্মকার অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হয়। ওই অন্তঃকরণবৃত্তিকে গৌনার্থে জ্ঞান বলা হয়। অদ্বৈত বৈদান্তিকগণ বৃত্তিকে গৌণভাবে প্রমাণ অর্থে ধরে থাকেন। সুতরাং ওই ব্রহ্মকার অন্তঃকরণবৃত্তির সাথে অজ্ঞানের বিরোধিতা আছে। অজ্ঞানকে জ্ঞান বিরোধী বললে ব্রহ্মকার অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞানের সাথে অজ্ঞানের বিরোধীতার কথাই বলা হয়।

৪. অজ্ঞান ভাবরূপ : অদ্বৈত বৈদান্তিকদের মতে, অজ্ঞান ভাবরূপ। অজ্ঞান ব্রহ্মের পারমার্থিক ভাব পদার্থ নয়। আবার তা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক নয়। 'ভাবরূপ' বিশ্লেষণের দ্বারা একথাটাই বোঝানো হয়েছে। অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব বা অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন প্রমাণ দিয়ে থাকেন অদ্বৈত বৈদান্তিকরা, যেমন, আমরা সুষুপ্তির পর বলে থাকি আমি গভীরভাবে ঘুমিয়ে ছিলাম, কিছুই জানতে পারিনি। ঘুম ভাঙ্গার পর আমাদের অনুভূতির স্মরণ হয়। স্মরণ মাত্রেই অনুভব পরবর্তী। যার অনুভব হয়নি তার কখনো স্মরণ হয় না। কিন্তু সুষুপ্তি ভঙ্গের পর অজ্ঞানের স্মরণ হওয়ায় তাকে অভাবরূপ বলা যায় না। তাকে ভাবরূপ বলতে হয়। যা অভাবরূপ তা কখনো কোনো কিছু আবৃত করতে পারে না। অথচ অজ্ঞান স্বরূপ আবৃত করে রাখে। কাজেই অজ্ঞান অভাব রূপ নয়, ভাবরূপ।

৫. অজ্ঞান যদকিঞ্চিৎ : যদকিঞ্চিৎ শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে অজ্ঞান সদসদ্বিলক্ষণ অনির্বচনীয়। মায়া নিছক শূন্যতা নয়। মায়া 'কিছু একটা' অর্থাৎ যদকিঞ্চিৎ। বস্তুতপক্ষে অজ্ঞান বা মায়া প্রমাণ ভাষ্য নয়, সাক্ষিভাষ্য, কারণ প্রমাণ বা বৃত্তি অজ্ঞানের বাধক, অপর দিকে অবিদ্যাবৃত্তি অজ্ঞান সাধক। অজ্ঞানের আশ্রয়, বিষয় ও অজ্ঞান তিনটি সাক্ষিচৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়। সাক্ষিচৈতন্য আশ্রয়ও বিষয় প্রকাশের সাথে সাথে অজ্ঞানকেও প্রকাশ করে। কিন্তু তাকে নিবৃত্ত করে না। অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ যে জ্ঞান তা অজ্ঞানের নিবর্তক হয়। যখন সাক্ষিচৈতন্য দ্বারা অজ্ঞান প্রকাশিত হয় তখন অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ যে জ্ঞান তা থাকে না। সুতরাং সাক্ষিচৈতন্য অবিদ্যাবৃত্তির মাধ্যমে এই অজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করে এটিই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত।

মায়ার শক্তি : অজ্ঞানের শক্তি দু-প্রকার আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি। অজ্ঞানের আবরণ শক্তি বলতে সেই শক্তিকে বোঝায় যে শক্তি দ্বারা অজ্ঞান আত্মার যথার্থ স্বরূপকে আবৃত করে রাখে। একখন্ড মেঘ যেমন দর্শকের চোখ আচ্ছন্ন করে রাখে। সেইরূপ অজ্ঞানও বুদ্ধাদিরূপে পরিচ্ছন্ন হয়ে বুদ্ধি প্রতিবিম্ব চৈতন্যকে আবৃত করায় বোদ্ধার আত্মগত সর্বব্যপকত্বভাব অনুভূত হয় না। অজ্ঞানের যে শক্তির ফলে জ্ঞাতব্য বস্তুতে ভিন্ন এক বস্তুর জ্ঞান হয় তাকে বলে বিক্ষেপ শক্তি। রজ্জু যেমন অজ্ঞানাবৃত হলে সর্প বা তৎসদৃশ অন্য এক দৃশ্য সৃষ্টি হয় পরমাত্মার স্বরূপ অজ্ঞানাবৃত হলে তাতে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব এবং এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বহু নামরূপবিশিষ্টি জগৎ সংসার ধর্মাদি অনুভূত হতে থাকে এই সকল অজ্ঞান সৃষ্ট। যে শক্তির দ্বারা এসকল সৃষ্টি হয় সেই শক্তিই হল বিক্ষেপ শক্তি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 118
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 943 - 952
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অদ্বৈত বৈদান্তিকরা অজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ ভাব লক্ষ্যে অজ্ঞানকে বহু বলেছেন। তবে এর সমষ্টিরূপের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তারা। জীব অজ্ঞান ব্যাষ্টি অজ্ঞান। আর মহত্ত্ব নামক অবিভক্ত ঈশ্বরানুগত সকল অজ্ঞানকে বলে সমষ্টি অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের সাহায্যে জগৎ সংসারের উৎপত্তির ব্যাখা দিয়েছেন শঙ্কর। জীবের দিক থেকে অজ্ঞান বা অবিদ্যাই জগতের কারণ। আবার ব্রহ্মের দিক থেকেও এই শক্তির পরিচয় দিয়েছেন শঙ্কর। তিনি বলেন, ব্রহ্মের দিক থেকে ভ্রমসংগঠনকারী শক্তি বিশেষই জগতের কারণ। এই শক্তিকে তিনি বলেছেন মায়া। শঙ্কর নিপুণ মায়াবি ও তার মায়া শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। মায়াবী এক বস্তুর স্থলে অপর এক বস্তু সৃষ্টিপূর্বক দর্শককে চমক প্রদান করেন। তেমনি মহামায়াবী ব্রহ্মও তাঁর মায়াশক্তি দ্বারা মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করে জীবগণকে ভ্রমগ্রস্ত করেন। তবে এখানে বলা আবশ্যক। মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি ব্রহ্মের স্বীয় প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারণে নয় জীবগণকে পূর্বসঞ্চিত কর্মের ফল ভোগের নিমিত্তে সংসারে জন্মাতে হয়। ভোগব্যতীত কর্মফলের ক্ষয় হয় না। কর্মফল ক্ষয় না হলে জীবের মুক্তিও হয় না। জীবগণের মুক্তির জন্য সংসার সৃষ্টি হয়।

মায়ার দ্বারা সৃষ্ট জগৎ : শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলেছেন। প্রশ্ন হল জগৎ কী অর্থে মিথ্যা? এখানে মিথ্যা শব্দের অর্থ অলীক নয়। আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ প্রভৃতির মত অলীক নয়। তাদের কখনো প্রতীতি হয় না। কিন্তু যা প্রথমে সত্যরূপ প্রত্যক্ষীভূত ও পরে বাধিত তাই মিথ্যা। যেমন - রজ্জুতে সর্পভ্রম। এ স্থলে ভ্রান্ত ব্যক্তি সর্প প্রত্যক্ষ করে। যাবৎকাল ভ্রমটি স্থায়ী হয় তাবৎকাল তার সর্প প্রতীতিও বিদ্যমান থাকে। কিন্তু রজ্জু জ্ঞানোদয়ে ভ্রমের অবসানে সর্প বাধিত বা অসত্য বলে প্রকাশ পায়। ভ্রমকালীন সর্প অলীক নয়, মিথ্যা। স্বাপ্নিক বস্তুও স্বপ্নকালীন সত্য। জাগ্রত প্রত্যক্ষে বাধিত বা মিথ্যা অনুরূপে ব্রহ্মজ্ঞানোদয় অবধি জগৎ প্রত্যক্ষীভূত। ব্রহ্মজ্ঞানের পর বাধিত বা মিথ্যা। এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যবহারিক জগতের সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য। জগতের যথার্থ স্বরূপ ব্যাখ্যার জন্য তিনি প্রথম অদ্বৈতবেদান্তে ত্রিবিধ সত্তার (সত্তাত্রৈবিধ্যবাদ) উল্লেখ করেছেন। ত্রিবিধ সত্তাকে জানলেই জগতের প্রকৃত স্বরূপ ও মিথ্যাত্বের যথার্থ তাৎপর্য পরিস্ফুট হতে পারে। এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য তিন রকম সত্তার কথা বলেছেন পারমার্থিক, ব্যবহারিক, প্রাতিভাসিক। যা কদাপি বাধিত হয় না সেটি পারমার্থিক সত্তা যেমন, ব্রহ্ম। যা ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সত্যরূপে প্রতীত হয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের সাথে সাথে বাধিত হয় তাই ব্যবহারিক সত্তা যেমন জগৎ। যা কিছু সময়ের জন্য প্রত্যক্ষ হয় পরে সংসার বস্তুর অপর ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ দ্বারা বাধিত হয় তা প্রাতিভাসিক সত্তা। যেমন - রজ্জুতে সর্প ভ্রম। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত জগৎ সত্য। ব্রহ্মকেও তখন জগৎস্রষ্টা বলে মনে হয়। শঙ্কর বলেন পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মই একমাত্র সংবস্তু। সৃষ্টি নয়। জগৎও নয়, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম মায়া শক্তিমান বা ঈশ্বর এবং বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা। জীবও পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মস্বরূপ। কিন্তু ব্যবহারিক স্তরে জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, অনুপ্রমাণ এবং অসংখ্য। জীবের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব উপাধিক, জীব উপাধি সংশ্লিষ্ট হয়ে সংসারে জন্মগ্রহণ করে। স্থুল দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অন্তঃকরণ, বুদ্ধি এই ছয়টি তার উপাধি। এরা জড় প্রকৃতির কার্যরূপে জড়স্বভাব। অজ্ঞান বা অবিদ্যার কারণে জীব জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি গুণের ভোগী হয় তখন দেহ ও মনের ধর্ম - অজড় আত্মায় অধ্যস্ত হয়। দেহ মন প্রভৃতি উপাধি আত্মায় অধ্যস্ত হয় বলেই জীব ভ্রমবশতঃ দেহ, মনের সঙ্গে আত্মাকে অভিন্ন মনে করে। ফলে তার 'আমি স্থুল', 'আমি কৃশ' ইত্যাদি মিথ্যা প্রতীতি হয়। অনাদি প্রসূত ঈদৃশ আমিত্বই জীবাত্মা।

শঙ্করের মতে মায়ার মূল ধারনা : 'অধ্যাস', 'অবিদ্যা', 'অজ্ঞান', 'মায়া' প্রভৃতি শব্দগুলি পর্যায়বাচী শব্দ। বেদ উপনিষদে মায়াবাদের উল্লেখ না থাকলেও 'মায়া' কথাটির উল্লেখ আছে ঋকবেদে, প্রভৃতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে। শঙ্কর উপনিষদ থেকে 'মায়া' কথাটি গ্রহণ করে ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে যাকে প্রকৃতি বলা হয় তাই মায়া। মায়া জগত প্রপঞ্চের কারণ। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা। অদ্বৈত বৈদান্তিকরা জগৎকে মায়া বলেন। জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের জন্য শংকর ব্রহ্মের এক শক্তি স্বীকার করেন। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যে শক্তি ব্রহ্মকে আবৃত করে তার উপর জগৎ প্রপঞ্চকে আরোপ করে অদ্বৈতবেদান্তে তাকে মায়া, অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলা হয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 118
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 943 - 952
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শংকরের মতে, মায়া বা অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত হয়েই নির্গুন ব্রহ্ম কল্যাণ গুণাধার হয়ে ঈশ্বর বা জগৎ কারণ হয়। জবাপুষ্প যেমন সমীপস্থ কাঁচের উপর নিজ লাল বর্ণ আরোপ করে তেমনি মায়ারূপ উপাধি সমীপস্থ ব্রহ্মে নিজ গুন আরোপ করে। মায়া নিজের ক্রিয়া ব্রহ্মে আরোপ করে বলেই মায়াকে ব্রহ্মের উপাধি বলা হয়। শংকরের মতে, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। পরিণাম নয়। ব্রহ্মজগতে পরিণত হয় না। জগৎরূপে মায়াশক্তির জন্য প্রতিভাত হয়। তিনি বলেন, মায়া নামে এক ভ্রমসৃষ্টিকারী শক্তি আছে। মায়া উপস্থিত ব্রহ্মা বা ঈশ্বর। এই মায়াশক্তির প্রভাবে জগৎরূপে প্রকাশিত হন আর বদ্ধজীব তার অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশতঃ এক ব্রহ্মের পরিবর্তে জগতের নানাত্বকে সত্য বলে মনে করে। মায়াবী ঈশ্বর মায়াশক্তির দ্বারা যে মিথ্যা জগৎ রচনা করেন অজ্ঞ ও বদ্ধজীব সেই জগৎকে সত্য বলে মনে করেন। কিন্তু মায়াধীশ ঈশ্বরের কাছে মায়াসৃষ্ট জগৎ সত্য নয় এবং ব্রহ্মবিদ্ জানেন যে, জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা, নির্গুন নির্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য। বদ্ধজীবের কাছে জগৎ আছে এবং জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বর আছেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে মায়াময় জগৎ নেই। মায়াবী ঈশ্বর নেই, আছেন কেবল নির্গুন, অসঙ্গ ব্রহ্ম। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব নির্গুন পরব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানোদয় হলে এই মায়া বাধিত হয়ে পড়ে এবং জীবের সর্ববন্ধনবির্ণিমুক্ত ব্রহ্মস্বরূপত্ব রূপ মোক্ষ সিদ্ধ হয়। মায়া বা অজ্ঞান অনাদি কিন্তু অন্তবিশিষ্ট। মায়ার উৎপত্তি কাল নির্ণয় করা যায় না বলে মায়া অনাদি। ব্রহ্মজ্ঞানে মায়া অন্তর্হিত হয়, ফলে মায়ার নাশ হয় মায়া অন্তবিশিষ্ট। মায়া বা অজ্ঞান জ্ঞান-নিরাস্য। জ্ঞানের উদয় হলে মায়ার আর কোন কার্যকারিতা থাকে না। ব্রহ্মই মায়ার আশ্রয় ও বিষয়। ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয় হলেও মায়াশক্তি ব্রহ্মকে স্পর্শ করতে পারে না। যেমন আকাশে আরোপিত ভিন্ন ভিন্ন রূপ আকাশকে স্পর্শ করে না, তেমনি ব্রহ্মকেও মায়া স্পর্শ করতে পারে না। শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম। কিন্তু সেই ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনার সাথে সাথে তিনি জীব, জগৎ, অবিদ্যা বা মায়ার এইসকল বিষয়েরই ব্যাখা প্রদান করেছেন। তবে শঙ্কর মূলত জগৎ সম্পর্কে ব্যাখা প্রদান কালে মায়া, মিথ্যা বা অবিদ্যা প্রসঙ্গে ব্যাখা দানে ব্রতী হন। জগৎ মায়াময়, কিন্তু মায়াময় হলেও মৃগতৃষিকার ন্যায় অলীক নয়। শঙ্কর 'জগৎ মিথ্যা' বলতে পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ যে মিথ্যা মায়ার সৃষ্টি সে কথাই বলতে চেয়েছেন। জগৎকে মায়া বা মিথ্যা উল্লেখ করায় মায়ার ধারনাও অদ্বৈত বেদান্তের একটি মূল ধারনা। দেশ-কাল-নিমিত্তের অধীন প্রমাণসিদ্ধ আমাদের বাস্তবজগৎ। সুতরাং মায়াবাদ যে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে একটি মতবাদ তা স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রকৃতিকে শংকর মায়া বলেছেন। এই মায়া সম্পর্কে আচার্য শঙ্করের একটি সুনির্দিষ্ট মতবাদ মায়াবাদ।

বিবেকানন্দের মতে মায়া প্রসঙ্গ : স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মায়া কী? আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন বৈদিক সাহিত্য 'কুহুক' অর্থে মায়া শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এটাই মায়া। বিবেকানন্দ বলেন, শঙ্কর কৃত মায়ার লক্ষণে 'যৎকিঞ্চিৎ' শব্দের ব্যবহার থেকে কিছু একটা এটাই মায়া শব্দের প্রাচীনতম অর্থ। আমরা জগতের গুপ্ত রহস্য জানতে পারি না কেন? এর উত্তর ঋকবেদের (১০ম মন্ডল, ৮৫ সুক্ত, ৭মঋক) পাওয়া যায় - আমরা জল্পক, ইন্দ্রিয় সুখে পরিতৃপ্ত ও বাসনাপর বলে এই সত্যকে নীহারাবৃত করে রেখেছি। এখানে মায়া শব্দ আদৌ কোথাও ব্যবহৃত হয়নি কিন্তু এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে আমাদের অজ্ঞতার যে কারণ তা সত্য এবং সেটি আমাদের মধ্যে কুয়াশা মতন বর্তমান। পরে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী উপনিষদে 'মায়া' শব্দের পুনরায় আবির্ভাব দেখা যায়। পরবর্তী কালে নানা মতবাদে পুষ্ট হয়ে মায়া বিষয়ক ধারনাটি একটি নির্দিষ্ট ভাব পেতে আরম্ভ করে। আমরা শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে দেখি "মায়ান্তু প্রকৃতি..." অর্থাৎ মায়াকেই প্রকৃতি বলে জানবে। শঙ্করের পূর্বের দার্শনিকরা এই মায়াকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। পরে এই মায়াবাদ বৌদ্ধদের দ্বারাও পরিবর্ধিত হলে অনেকটা বিজ্ঞানবাদেও পরিণত হয়েছিল। যেখানে বলা হয়েছে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমুদয় জগৎ আমাদের মনেরই বিভিন্ন অনুভূতি মাত্র এবং এর বাস্তব কোনো সংজ্ঞা নেই। কিন্তু বেদান্তে মায়ার পরিপূর্ণরূপের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। মায়ার প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেন যে, আমরা কী? এবং সর্বত্র কী প্রত্যক্ষ করছি? এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার সহজ বর্ণনা মাত্র। স্বামীজী বলেছেন - 'আমরা সকলেই যেন এক কল্পিত সুবর্ণ গোলক এক অনন্ত সুখের দিকে ছুটে চলেছি, প্রত্যেকেরই মনে হয় আমি পাব।

আবার জ্ঞানবান ব্যক্তি বুঝতে পারেন তার সম্ভবনা অন্যের চেয়ে বেশী, তবুও প্রত্যেকেই এই জন্য কঠোর চেষ্টা ও পরিশ্রম করে চলেছেন - এটাই মায়া।' প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হতে দেখেও এই জগৎ সংসারে মৃত্যু

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 118
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 943 - 952
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিশ্চিত জেনেও। তবুও আমাদের বিশ্বাস আমরা চিরকাল জীবিত থাকব। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী মহাভারতের অজ্ঞাতবাস পর্বের একটি কাহিনীর উল্লেখ পূর্বক বলেন— "একসময় যুধিষ্ঠীরকে বকরূপ ধারণ করে ধর্মরাজ জিজ্ঞাসা করেন এই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য বিষয় কী? যুধিষ্ঠীর উত্তরে বলেন যে রোজ আমাদের চারপাশে এত মানুষ মারা যাচ্ছে দেখা যায় তবুও অবশিষ্ট মানুষেরা মনে করেন তারা কখনোই মরবেন না। এটাই আশ্চর্য, এটাই মায়া। কোন কোন দার্শনিকের মতে, নেতি নেতি বিচারে দোষাংশের ক্রম পরিহারে ক্রমবিকাশবাদের লক্ষ্যে অবশেষে মঙ্গলই কেবল বর্তমান থাকবে। কিন্তু, স্বামীজী বলেছেন যে এটা শুনতে খুবই শ্রুতি মধুর ও নান্দনিক হলেও এ সংসারে যাদের প্রাচুর্য্য আছে রোজ কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় না বা তথাকথিত ক্রমবিকাশের চক্রে সেই অর্থে নিষ্পেষিত হতে হয় না এরূপ সিদ্ধান্ত তাদের দাম্ভিকতা বাড়িয়ে দেয় মাত্র। সাধারণ মানুষ যন্ত্রনা ভোগ করুক তাতে তাদের ক্ষতি কী? কিন্তু এই যুক্তি আগাগোড়া ভ্রমপূর্ণ।

প্রথমত - তারা বিনা প্রমাণে স্বীকার করেছেন যে জগতে অভিব্যক্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরিণাম নির্দিষ্ট।

দ্বিতীয়ত - এর থেকেও দোষাবহ যে মঙ্গলের পরিমান ক্রমবর্ধমান এবং অমঙ্গলের পরিমান নির্দিষ্ট। অতএব এমন সময় আসবে যখন অমঙ্গল ক্রমে নিঃশেষিত হয়ে কেবল মঙ্গলই থাকবে।

এটা বলা অতি সহজ কিন্তু অমঙ্গল যে কমছে। এটা কী প্রমাণ করা যায়? পরিবর্তে অমঙ্গলই ক্রমশ কী বাড়ছে না? সুতরাং দার্শনিকদের ক্রমবিকাশের এই মতটি বিশেষ প্রমাণিত হয় না। আমাদের সুখী হবার শক্তি যতই বৃদ্ধি পায় যন্ত্রণা ভোগের শক্তিও সেই পরিমান বাড়তে থাকে। কখনও আবার এমন মনে হয় আমাদের সুখী হবার শক্তি যদি গণিতক সমযুক্তান্তর নিরিখে— AP. (Arithmetical Progress) নিরিখে (২,৪,৬,৮) হয় তবে অপরপক্ষে, অসুখী হবার শক্তি সমগুণিতান্তর G.P. (Geometrical Progress) নিরিখে (২,৪,৮, ১৬) বৃদ্ধি হয় এটাই মায়া।

অতএব আমরা দেখেছি যে, মায়া সংসার রহস্যের ব্যাখায় নিমিত্ত একটি মতবাদ নয়। সংসারের ঘটনা যেভাবে ঘটে চলেছে, তারই বর্ণনা মাত্র। সর্বত্র এক ভয়ানক বিরোধের মধ্য দিয়ে আমরা চলছি। যেখানে মঙ্গল, সেখানেই অমঙ্গল, যেখানে অমঙ্গল, সেখানেই মঙ্গল, যেখানে জীবন সেখানেই ছায়ার মত মৃত্যু অনুসরণ করেছে। এ অবস্থার প্রতিকারও সম্ভাব্য নয়।

অতএব স্বামীজী বলছেন যে, বেদান্ত দর্শন আশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী নয়। বেদান্ত এই দুই মতবাদই প্রচার করছে। অর্থাৎ ঘটনা সকল যেভাবে বর্তমান সেগুলিকে গ্রহণ করেছে। মঙ্গল ও অমঙ্গল দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পৃথকসত্তা নয়। সংসারে এমন একটি বস্তুও নেই যা সম্পূর্ণ মঙ্গলজনক বা সম্পূর্ণ অমঙ্গলজনক বলে অভিহিত হতে পারে। মৃত্যুহীন জীবন ও দুঃখহীন সুখ স্ববিরোধী বাক্য। আমাদের বিকার শূন্য হয়ে কর্তব্য কর্ম করে যেতে হবে। কারণ সুখ দুঃখময় বিপরীতভাব পূর্ণ জীবনের বাইরে যাবার ও নিজেকে সুখী করার এটাই একমাত্র পথ। সুখ ও দুঃখ এই উভয় শক্তিই জগৎকে আমাদের জন্য জীবন্ত রাখবে যতদিন না আমরা স্বপ্ন থেকে জাগরিত হই এবং এই মাটির পুতুল গড়া পরিত্যাগ করি। স্বরূপ আত্মার স্বভাবে প্রত্যাবর্তন করি। বৈরাগ্যই যথার্থ ধর্মের আরম্ভ স্বামীজীর দৃষ্টিতে এছাড়া অন্য কোন পথের সন্ধান কখনোই পাওয়া যাবে না। এমন সময় আসবে যখন অন্তরাত্মা জেগে উঠবে শিশু খেলা ছেড়ে জননীর নিকট ফিরতে উদ্যত হবে বুঝবে সবই মহামায়ার মায়ার খেলা।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়া এভাবিবর্ধতে।।"[১]
(শ্রীমদ্-ভাগবতম্ ৯.১৯.১৪)

কাম্যবস্তুর উপভোগে বাসনার কখনও নিবৃত্তি হয় না। ঘৃতাভূত অগ্নির মত তা বেড়েই চলে এইরূপ কী ইন্দ্রিয়বিলাস কী বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা জনিত আনন্দ কী মানবাত্মার উপভোগ্য সর্ববিধ সুখ সবই শূন্য, সবই মায়ার অন্তর্গত।

আমরা এই মায়াজালের মধ্যে অনন্ত ছোটাছুটি করলেও এর শেষ পাব না। বেদান্ত বলছে মঙ্গল অমঙ্গল উভয়েরই সমান মূল্য। এইরূপ জেনেই সহিষ্ণুতার সাথে কী বিকার শূন্য হয়ে নিজেকে কর্মে উৎসর্গ করতে হবে তাহলে এই কর্মই মায়ার বাধন কাটতে পারবে। স্বামীজী বলেন, উপনিষদ থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, এক ভয়ঙ্কর মায়া আমাদের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 118
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 943 - 952
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চারিদিকে ঘিরে আছে। তা সত্ত্বেও আমাদের মায়ার মধ্য দিয়েই মায়া মুক্তির কাজ করতে হবে। প্রকৃতির মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ তার মুক্তির পথ খুঁজে নেয় মায়া অতিক্রম করে ওঠে। বৈদান্তিকগণ এমন কিছু জেনেছেন, যা মায়াধীন নয়। যদি আমরা সেই অবস্থায় যেতে পারি, আমরাও মায়ার পারে যেতে পারব। যিনি বিশ্বের স্রষ্ঠা, যিনি মায়াধীশ, মায়া বা প্রকৃতির অধীশ্বর বলে উক্ত হয়েছেন। সেই সগুন ঈশ্বরের জ্ঞানই এই বেদান্ত ভাবের শেষ কথা নয়। এই জ্ঞান ক্রমশ বাড়তে থাকে। অবশেষে বৈদান্তিক দেখেন, যাকে বাইরে বোধ হয়েছিল, তিনি নিজেই সেই, তিনিই প্রকৃতপক্ষে অন্তরেই ছিলেন। যিনি সীমার মধ্যে নিজেকে বদ্ধ মনে করেছিলেন। তিনিই সেই মুক্ত স্বরূপ।'সোহম্'। শংকরের অদ্বৈত বেদান্ত থেকে বিবেকানন্দ মায়া শব্দটি নিয়েছেন। বিবেকানন্দ শংকরের মায়াবাদকে গ্রহণ করলেও তিনি তাঁর সঙ্গে নিজস্ব ব্যাখাও দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, বিশ্বের মধ্যে রয়েছে পরস্পরের বিরোধী ধারা। যেখানে এই পরস্পর বিরোধিতাই মেরুদন্ড সেখানে কী ভাবেই বা আমরা সুনিশ্চিত যুক্তি সঙ্গত ব্যাখা দেব? দৃশ্যমান বিশ্বে একদিকে সৌন্দর্য্য প্রেরণা অন্যদিকে দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশা, মৃত্যু, মানুষ যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তার প্রকৃত সমাধান সে দিতে পারে না। কারণ তার বুদ্ধিমত্তার সীমা রয়েছে পার্থিব জীবনে মৃত্যুতেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি। জীবন, সৌন্দর্য্য, সম্পদ, ক্ষমতা সব কিছুর শেষ হয়ে যায়। তবুও মানুষ নিজেকে চিরস্থায়ী মনে করে। ফ্রান্সিস থম্পসন-এর কথায়-

"Nothing being and nothing ends,
that is not paid with moan;
For we are born is others; pain
and perish in our Own."[২]

এটাই মায়া।

বিবেকানন্দ বলেন— "মায়ার ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ দ্বৈত থাকবেই, দেশ-কাল-নিমিত্ত বা নাম রূপই মায়া।" জীবাত্মা যখনই মায়াকে পরিত্যাগ করে তখন মায়া তার কাছ থেকে দূরে সরে যায় এবং জীবাত্মা মুক্ত হয়ে যায়। নাম ও রূপ দ্বারা বস্তুর যাবতীয় পার্থক্য হয়। নাম ও রূপই প্রকৃতি। প্রকৃতিই মায়া। মায়া সত্য নয়, মিথ্যা। সত্য হলে তাকে আমরা বিনাশ বা পরিবর্তন করতে পারতাম না। মায়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা প্রপঞ্চ। সুতরাং বিবেকানন্দ বেদান্তদর্শন, উপনিষদকে অনুসরণ করে মায়াকে মিথ্যা প্রতীতি, ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম বলেছেন, কিন্তু অসৎ বা অলীক বলেন নি। মায়া মিথ্যা, মায়া ভ্রম।

মায়া সম্পর্কে শংকর ও বিবেকানন্দের মতের তুলনা : আচার্য শঙ্কর হলেন এক তাত্ত্বিক বৈদান্তিক। শংকর বেদান্তের একটি মূল ধারনা অবিদ্যা বা মায়ার ধারনা। শংকরের পূর্বে মায়াবাদ নামে কোন দার্শনিক মতবাদ ছিল না। মায়াবাদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাতা শংকরাচার্য্য। পৌরাণিক মহাপ্রলয় মতের সমর্থক। মহাপ্রলয়ের সময় নির্বিশেষ ব্রহ্মই থাকে। বিশ্বপ্রপঞ্চের লয় হয়। এই মহাপ্রলয়ের সময় ব্রহ্মের নির্গুন বা নির্বিশেষ স্বরূপের সঙ্গে ব্রহ্মের সগুন বা সবিশেষ স্বরূপের এক মহাবিচ্ছেদ ঘটে। মহাপ্রলয়ের সময় সগুন বা সবিশেষ ব্রহ্ম শক্তিরূপে থাকে। তাই শংকরের মতে, নির্বিশেষ, নির্গুন ব্রহ্মই পারমার্থিক অর্থে সত্য। বিশ্বপ্রপঞ্চ ও সবিশেষ বা সগুন ব্রহ্ম আপেক্ষিকভাবে সত্য। ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধে শংকরের মত এই যে, সগুন ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং বিশ্বপ্রপঞ্চ ইত্যাদি সবকিছুই সত্য। শংকরের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পারমার্থিক জগৎ সত্য হলে ব্যবহারিক জগৎকে মিথ্যা বলতে হয় তবে আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহারিক জগৎ মিথ্যা। তাঁর জ্ঞানমার্গে মায়া উপলব্ধি হবেই। যেখানে সত্য, জগৎ মিথ্যা, জ্ঞান হতে বাধ্য।

শঙ্করের মতে মায়ার সংজ্ঞার সাথে বিবেকানন্দের মতবিরোধ না থাকলেও মায়ার যুক্তির লক্ষ্যে বা মায়ার পর্যাবসানে স্বামীজীর দৃষ্টি হল বিকারশূণ্য কর্মযোগে নিজের নিঃশর্ত আত্মসমর্পন এ যেন মায়ারই সাধনা মায়া মুক্তির লক্ষ্যে। যেখানে নিজের সবকিছু নিবেদন এক চরম আত্মোউপলব্ধির পথে। লোহা যেমন একমাত্র লোহাকে কাটতে পারে, তেমনি স্বামীজির দৃষ্টিতে মায়ার চরম উপলব্ধিতে মায়া দিয়েই মায়ার জাল ছিন্ন করা যায়। মায়া মুক্তি দূরস্থ। কেবল উপলব্ধ মাত্র। তাঁর দৃষ্টিতে জ্ঞান বা আত্মোউপলব্ধিতে মায়ার বিলোপ হলেও এ নিদান জ্ঞানীর জন্য, কিন্তু জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ সকলের জন্য অবশ্যই নয়। কারণ বিভিন্ন আধার বিশিষ্ট মানুষকে রাতারাতি জ্ঞানী বা জ্ঞান উপলব্ধির আধারে আনা এক অসম্ভব ব্যাপার। তাঁর দৃষ্টি হল মায়ার পর্যাবসান ফলিত বেদান্ত প্রয়োগে কর্ম যোগের সাহায্য নেওয়া। যেখানে কর্মের মধ্যেই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 118
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 943 - 952
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জ্ঞানে উত্তরণ এবং এই জ্ঞান থেকেই হোক উপলব্ধি ও মায়ামুক্তি। স্বামীজী মায়া মুক্তির লক্ষ্যে নিঃশর্ত, নিষ্কাম কর্মযোগের সাহায্যে জগতের মায়া মুক্তির শল্য চিকিৎসার এক অনবদ্য হাতিয়ার প্রদান করেন। তাঁর কাছে বেদান্ত হল "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"[৩] আত্মার মোক্ষ ও জগৎ কল্যাণের নিমিত্ত নিরলস নিঃস্বার্থ, অহংশূণ্য, বিকার শূণ্য আত্মত্যাগের অপর নামই হল মায়ামুক্তি। এখানে মায়ামুক্তিতে মায়াকেই হাতিয়ার করে এর জাল ছিন্ন করা অন্তে জ্ঞানে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভই তার ধ্যান, জ্ঞান, উপলব্ধি এবং মুক্তি। তিনি বেদান্তের ফলিত প্রয়োগে আচন্ডাল, মূর্খ, দরিদ্র, জগৎবাসীকে মায়া মুক্তির সরল নিদান দিয়েছেন আপামর লোকের বিবেককে জাগ্রত করে চলেছেন বলেই তিনি বিবেকানন্দ। আর হয়ত এখানেই তিনি শংকরের লক্ষ্যেই ভিন্ন মার্গের পথিক। তবে অন্তে একই ফলের দাবিদার। স্বামী বিবেকানন্দের মতে মায়া মুক্তি ও আত্মা উপলব্ধির সাধনে কর্মযোগের কতকগুলি প্রাথমিক শর্ত আছে—

১। অন্যের স্বাধীনতাকে সম্মান জানানো।
২। আত্ম শৃঙ্খলা।
৩। আত্ম দায়িত্ব।
৪। নিঃস্বার্থভাব
৫। সাম্যবোধ।
৬। নিজের প্রতি বিশ্বাস।
৭। দেবত্বের বিকাশ।
৮। নির্ভীকতা।

মায়ামুক্তি ও উপলব্ধির লক্ষ্যে তাঁর কাছে সমগ্র জীবনই এক সাধনার বিষয়বস্তু।

স্বামীজী বলেছেন— সমস্ত বিষয়ের জন্য আধ্যাত্মিক নিদান একটাই "দেবত্বের প্রকাশের সাধনায় তিনি বলেছেন আত্মশৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, নিঃস্বার্থভাব, সাম্যভাব ও নিজের প্রতি বিশ্বাস এসবই দেবত্বের বিকাশের প্রাথমিক শর্ত। অর্থাৎ একটাই লক্ষ্য, পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে এবং অন্তে দেবত্বে উত্তোরণ।" স্বামীজীর মায়াবাদ মানুষকে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে এবং দেবত্বে উত্তরণ করানোর কথা বলে কর্মফলাকাঙ্খা বর্জন করে কর্মের জন্য কর্ম করতে পারলে মায়ায় থেকেই মায়া মুক্তি সম্ভব।

উপসংহার : আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ এই দুই উজ্জল নক্ষত্রের জ্ঞানীয় আলোকদীপ্তি আমাদের যুগ যুগ ধরে পরম সত্যের পথে পথপ্রদর্শকের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এঁনারা একাধারে সনাতন ধর্মের সংরক্ষক, প্রবর্তক ও যুগনায়ক। বহু শতাব্দী আগে যার আবির্ভাব আমাদের ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করেছে এবং তাঁর জন্ম ও কর্ম কালের বহু বৎসর পর আধুনিক যুগে বাংলা মায়ের সন্তান ও বিখ্যাত সমাজসংস্কারক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। এই দুই বৈদান্তিকের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মায়া সম্পর্কে ব্যাখার তুলনামূলক বিশ্লেষণ বেদান্তের এক নব পরিচয়। এই দুই বৈদান্তিকের দার্শনিক উপস্থাপনার গন্তব্যস্থল এক হলেও পথ কিন্তু ভিন্ন। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে শংকরাচার্য্যের আবির্ভাব ঘটে। বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, যুক্তিতর্কের সাহায্যে জোর প্রচার কার্য শুরু করেন এবং তিনি যে সাফল্য লাভ করেন তা অপূর্ব। দেশ থেকে বৌদ্ধদের প্রভাব প্রায় লুপ্ত হয়। কোনো রাজশক্তির সাহায্যে নয়। ধর্মবিশ্বাস ও বিচার শক্তির উপর নির্ভর করে মনের তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে এই বিশাল ভারতবর্ষের মানুষের হৃদয় জয় করা বৈদিক ধর্ম ও দর্শনকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা এক অসাধারণ কর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডনে যে ঐতিহাসিক বক্তৃতা করেন তাতে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তাঁর সুনির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ পায়। পরম বৈদান্তিক হলেও আচার্য শঙ্কর নিরূপিত মায়াবাদ থেকে স্বামীজীর যে মায়াবাদ সেটি যেন কিছুটা হলেও স্বতন্ত্র সহজসরল ও বাস্তবিক সাধনের কথা বলে। বিবেকানন্দ প্রণীত বেদান্ত প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত তবে শংকর বেদান্ত থেকে বিরহিত হয়ে এই বেদান্ত গড়ে ওঠেনি। শংকরের বেদান্তই প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তের মূল ভিত্তি। অদ্বৈত বেদান্তের মূল ধারনাগুলি প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তের অবয়ব গঠনে সাহায্য করেছে। অবশ্যই প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তে বিবেকানন্দের নিজস্ব সংযোজন আছে তিনি বেদান্তের প্রায়োগিক দিকটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্রহ্ম, জীবজগৎ, অবিদ্যা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 118
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 943 - 952
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ও মোক্ষ প্রভৃতির ধারনা অন্যতম। বিবেকানন্দ কর্তৃক শংকর বেদান্তের ব্যাখায় অভিনত্ব ও বহু ধারনার নতুন অর্থ আছে বিবেকানন্দ প্রণীত প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তে। তবে বিবেকানন্দের কাজ কেবল এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। অদ্বৈত বেদান্তে বিবেকানন্দের অবদান বাস্তবের ঊষ্ণ মরুতে কীভাবে বেদান্তের সোনার ফসল ঘরে তোলা যায় তার পথ তিনি দেখিয়েছেন। আজও বেদান্তের তাত্ত্বিক আলোচনা ও প্রয়োগের পরিবৃত্তে শঙ্করের মত ও স্বামীজীর পথ হল এক বহুমুখী গবেষণার বিষয়বস্তু যার অন্তে আছে মায়ামুক্ত সোহং সত্তায় প্রতিষ্ঠা লাভের অঙ্গিকার।

Reference:

১. ‘ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন...’-শ্রীমদ্-ভাগবতম্ ৯.১৯.১৪

২. ‘Nothing begains…’ Francis Thompson: Daisy (Tapas Sankar Dutta, A Study of The Philosophy of Vivekananda), Sribhumi Publishing Company, Calcutta-9, Page - 40

৩. ‘আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ’ – শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতীক।

Bibliography:

১. ঋকবেদ।

২. কঠ্ উপনিষদ।

৩. বৃহদারণ্যক উপনিষদ।

৪. ছান্দোগ্য উপনিষদ।

৫. শ্রীমদ্ ভাগবতম, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, উত্তরপ্রেস

৫. গম্ভীরানন্দ, স্বামী, *উপনিষদ গ্রন্থাবলী,* প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ও তৃতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা।

৬. সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, *ভারতীয় দর্শন,* তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৫৫

৭. শাস্ত্রী, পঞ্চানন, *বেদান্ত পরিভাষা,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৭৭

৮. পাল, বিপদভঞ্জন, বেদান্তসার (সদানন্দ যোগীন্দ্র-অনুবাদ ও ব্যাখ্যা), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, পৃ- ৯-১৫

৯. স্বামী বিবেকানন্দ, বানী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা।

১০. ভট্টাচার্য্য, সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন, বুক সিন্ডিকেট প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পৃ- ৩৭৫